আমার দেখা টুইন টাওয়ার

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

পায়ে তিল থাকলে নাকি বিদেশে যাওয়া যায় এ কথাটা আমার বেলায় সঠিক হয়ে যায় ১৯৮৭ সালে। আমার প্রথম সন্তান শাফিনের জন্মের সময় ওর বাবা সরকারী বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যে, তিনমাসের ছোট্ট শিশু কোলে আমি স্বামীর কাছে লন্ডন যাচ্ছি এ এক আনন্দময় অনুভূতি, আরো আনন্দের মুহূর্ত অপেক্ষায় আছে তখনো সেটা জানিনা। যুক্তরাষ্ট্র আমার স্বপ্নের দেশ। জন এফ কেনেডির আমেরিকায় যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে মনের গভীরে সযত্নে লালন করতাম সেই ছোট থেকে। ১৯৮৭ অক্টোবরে সত্যি সত্যি সে স্বপ্ন পূরণের সুযোগ এলো। আমি স্বামী সন্তানসহ নিউইয়র্ক যাচ্ছি। যখন কুয়েত এয়ারওয়েজের বিমান জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট স্পর্শ করলো অদ্ভুত এক শিহরণ অনুভব করেছিলাম।

আলো ঝলমল চাকচিক্যময় এয়ারপোর্ট থেকে যখন বের হই তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা চলে যাই আমার ননদ জ্যোৎস্না আপার বাসায়। ম্যানহাটনে একটি ৫০ তলা এপার্টমেন্টের ৩২ তলায় জ্যোৎস্না আপার বাসা। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিল থেকে জানালা দিয়ে প্রথম দেখা আমার টুইন টাওয়ারের সঙ্গে। দুই সহোদর যেন গর্বভরে দাঁড়িয়ে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে। সেই মুহূর্তে নিজেকে দারুণ সৌভাগ্যবতী মনে হয়েছে। টুইন টাওয়ার স্পর্শ করার তারিখটি এখনো মনে আছে ২৩ অক্টোবর '৮৭। ১১০ তলার ভিজিটর ডেকে দাঁড়িয়ে চোখ জুড়ে অবলোকন করেছি অপূর্ব দৃশ্য। এরপর যতদিন থেকেছি প্রতিদিন বার বার একে দেখেছি। ১৯৮৭ থেকে ২০০১ দীর্ঘ ১৪ বছর পার হয়েছে। টুইন টাওয়ার গর্বভরে আমার স্মৃতিতে নক্ষত্রের মত বিচরণ করছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার সকাল, হঠাৎ একি হলো; আমার স্মৃতির উজ্জ্বল নক্ষত্রটি আর খুঁজে পাচ্ছিনা কেন? টেলিভিশনের পর্দায় কোন মুভির দৃশ্য নয়তো এটা! যমজ দুই ভাই বিধ্বস্ত হয়ে জ্বলছে আর হাজার হাজার নিষ্পাপ প্রাণ ঝলসে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী তাণ্ডবে।

নিউইয়র্ক ওয়াশিংটনে ঘটে যাওয়া দুনিয়া কাঁপানো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটার পর বিস্ফোরিত চোখে সারা পৃথিবীর মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছে। জগত বিখ্যাত আর্কিটেক্ট Minora Yamasakio এর নকশায় ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে স্থাপত্য শিল্পের অনন্য নিদর্শন টুইন টাওয়ারের কাজ শুরু হয়। ১০,০০০ মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম আর ৬০ জন মানুষের প্রাণের বিনিময়ে গড়া টুইন টাওয়ারের নর্থ টাওয়ার উদ্বোধন করা হয় ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে আর সাউথ টাওয়ার খুলে দেওয়া হয় জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। ৫০ হাজার মানুষ কাজ করতো World Trade Centre এর টুইন টাওয়ারে।

আজ অভিশপ্ত সেই ৯/১১, যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর মানুষের বেদনাদায়ক একটি দিন। ১১ বছর আগে এই দিনে মার্কিনীদের গর্বের টুইন টাওয়ার সন্ত্রাসী বিমান হামলায় ধংস হয়ে যায়, মার্কিন নাগরিকসহ প্রায় ৩ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। সেদিন ১১০ তলা টুইন টাওয়ার থেকে জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে মাটিতে ঝাঁপ দিয়েছিল অনেকে। তেমনি এক পড়ন্ত মানুষের ভয়ঙ্কর ছবি তুলেছিলেন ফটোগ্রাফার Richard Drew. 'The Falling Man' নামে এই ছবিটিকে কেন্দ্র করে পরে তৈরি হয় গল্প, নাটক চলচ্চিত্র। টুইন টাওয়ারের আটকে পরা অসহায় মানুষগুলো মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল তার প্রিয়জনের সঙ্গে আর শেষবারের মতো বলেছিল পৃথিবীর মধুরতম একটি কথা 'আমি তোমাকে ভালবাসি'। ৯/১১তে দাঁড়িয়ে ভালবাসা আর রহস্যে ঢাকা এই আশ্চর্য পৃথিবীটিকে নিয়ে আরো একবার নতুন করে ভাববার অবকাশ হোক মানুষের।

এক সূর্যস্নাত ভোরে জেগে দেখবো দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ মিলে মিশে অপূর্ব এক বিশ্বসমাজ তৈরি হয়েছে, আজ এ আমার প্রতিদিনের প্রার্থনা।